ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩৮ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা | ওয়েবসাইট : http://www.du.ac.bd (DU Barta) | ১ আষাঢ় ১৪৩১, ১৫ জুন ২০২৪

উপাচার্য যুক্তরাজ্য সফর শেষে দেশে ফিরেছেন

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল 'দি অ্যাসোসিয়েশন অফ কমনওয়েলথ্ ইউনিভার্সিটিজ (এসিইউ)', ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন (ইউসিএল), কার্ডিফ ইউনিভার্সিটি এবং বার্মিংহাম সিটি ইউনিভার্সিটি-এর আমন্ত্রণে ৮-দিনের এক সরকারি সফর শেষে গত ২১ মে ২০২৪ যুক্তরাজ্য থেকে দেশে ফিরেছেন।

সফরকালে অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল 'এসিইউ ভাইস-চ্যান্সেলর সামিট ২০২৪'-এ অংশগ্রহণ করেন এবং উচ্চশিক্ষার কৌশলগত নীতি, গবেষণা ব্যবস্থাপনা, পারস্পরিক সহযোগিতা, বৃত্তি কার্যক্রম, কর্মসংস্থান ও দক্ষতা, ডিজিটাল অ্যাক্সেস, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসহ বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। এছাড়া, উপাচার্য সামিট-এ অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর, উচ্চশিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রী এবং উচ্চশিক্ষার সঙ্গে জড়িত আন্তর্জাতিক স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে বহুপাক্ষিক আলোচনায় অংশগ্রহণ ও মতবিনিময় করেন।

এসময় উপাচার্য ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের ইনস্টিটিউট ফর রিস্ক এন্ড ডিজাস্টার রিডাকশন আয়োজিত কয়েকটি কর্মশালায় এবং যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা সংক্রান্ত কর্মসূচিতে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে অংশ নেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের মধ্যে চলমান শিক্ষা (৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

পেশাদারিত্ব ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বিকাশে শিক্ষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে-উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাস্যুরেন্স সেল (আইকিউএসি)-এর উদ্যোগে কুমিল্লায় বাংলাদেশ একাডেমি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (বার্ড)-এ বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীন শিক্ষকদের জন্য 'Foundation Certificate in University Teaching and Learning' শীর্ষক ১৪-দিনব্যাপী এক আবাসিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সমাপনী ও সনদ বিতরণ অনুষ্ঠান গত ৬ জুন ২০২৪ অধ্যাপক আবদুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ করেন। উপাচার্যের উদ্যোগ ও দিকনির্দেশনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে ১ম বারের মতো এই ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আইকিউএসি-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. সাবিতা রিজওয়ানা রহমানের সভাপতিত্বে সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, ইমেরিটাস অধ্যাপক নজরুল ইসলাম এবং শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। আইকিউএসি-এর অতিরিক্ত পরিচালক অধ্যাপক ড. সৈয়দ শাহরিয়ার রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন আইকিউএসি-এর অতিরিক্ত পরিচালক অধ্যাপক ড. এ.টি.এম. শামসুজ্জোহা এবং প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী বায়েজিদ সুমন ও লিজা আক্তার।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী তরুণ শিক্ষকরা এই বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে পেশাদারিত্ব ও দক্ষতা বৃদ্ধি, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের বিকাশ, শিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়ন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা লাভ করেছে। এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের ফলে বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকদের মধ্যে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে যে নেটওয়ার্ক সৃষ্টি এবং শিক্ষা ও গবেষণার আধুনিক জ্ঞান ও পাঠদান কৌশল অর্জিত হয়েছে তা শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগের জন্য উপাচার্য তরুণ শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানান। নবীন শিক্ষকদের জন্য এই ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন অব্যাহত থাকবে বলে উপাচার্য উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে 'Ethical Aspects and Plagiarism Guidelines of DU' শীর্ষক লেকচার প্রদান করেন।

উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের ৫৮ জন নবীন শিক্ষক এই বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে সফলভাবে অংশগ্রহণ করেন।

উদ্ভাবন ছাড়া টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়-উপাচার্য

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেছেন, উদ্ভাবন ছাড়া টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। টেকসই উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্টদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলার মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে নগর উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষক, স্টেকহোল্ডারস্, সিটি কর্পোরেশন, এনজিও, সরকারি-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, নীতিনির্ধারকসহ সংশ্লিষ্টদের সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। গত ২৮ মে ২০২৪ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত '৮ম আরবান ডায়ালগ-২০২৪'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে 'স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উত্তরণের পথে টেকসই নগরায়ন' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকালে উপাচার্য এসব কথা বলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডিজাস্টার সায়েন্স এন্ড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স বিভাগ এবং আরবান আইএনজিও ফোরাম বাংলাদেশ-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত '৮ম আরবান ডায়ালগ-২০২৪'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আতিকুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। হেবিট্যাট ফর হিউম্যানিটি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের ন্যাশনাল ডিরেক্টর জেমস্ স্যামুয়েল-এর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন গ্লোবাল ওয়ান বাংলাদেশ-এর কান্ট্রি ম্যানেজার রায়হান মাহমুদ কাদেরী, কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড বাংলাদেশ-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর মনিষ কুমার আগ্রাওয়াল এবং (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

'কিক্স বাংলাদেশ ন্যাশনাল আপটেক ফোরাম' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা নলেজ অ্যান্ড ইনোভেশন এক্সচেঞ্জ (কিক্স)-এর যৌথ উদ্যোগে ২-দিনব্যাপী 'কিক্স বাংলাদেশ ন্যাশনাল আপটেক ফোরাম-২০২৪' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলন গত ১০জুন ২০২৪ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে উদ্বোধন করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সভাপতিত্বে সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল, এমপি।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কিক্স ইম্যাপ হাব-এর পরিচালক যোশে লুইস ক্যানেলহ্যাস, কানাডার আইডিআরসি-এর সিনিয়র প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট মারগারিটা লোপেজ, গ্লোবাল পার্টনারশীপ এক্সচেঞ্জ-এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কফি সেগনিয়াগবেতো এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. আবদুল হালিম ও অধ্যাপক ড. এম অহিদুজ্জামান।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরে 'আপটেক অব রিসার্চ ইন পলিসি এন্ড প্র্যাকটিস: চ্যালেঞ্জেস এন্ড এক্সপেরিয়েন্সেস' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন যথাক্রমে ঢাবি ইংরেজি বিভাগের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা রাশেদা কে. চৌধুরী এবং কিক্স ইম্যাপ-এর প্রধান গবেষক অধ্যাপক গীতা স্টেইনার খামসি। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশ-বিদেশের শিক্ষাবিদ ও গবেষকদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাগত জানিয়ে বলেন, শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়নে এই আন্তর্জাতিক (৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় কবির জন্মবার্ষিকী পালিত

ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের বর্বরতা ও গণহত্যা বন্ধে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসতে হবে-উপাচার্য

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেছেন, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম কোনো নির্দিষ্ট সময়ের কবি নন, তিনি তাঁর কবিতা, গান ও সাহিত্যে অনাগত সময়কে ধারণ করেছেন। তিনি যুগোত্তীর্ণ ও কালোত্তীর্ণ একজন মানবতাবাদী ও সাম্যের কবি। এজন্য নজরুল চর্চার মাধ্যমে সমাজের বৈষম্য, রাষ্ট্রের বিভেদ, ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের গণহত্যা, বর্বরতা, হত্যাযজ্ঞ ও অমানবিক অত্যাচার এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি তিনি আহ্বান জানান। গত ২৫ মে ২০২৪ (১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১) জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমাধি প্রাঙ্গণে কবি'র ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে উপাচার্য যুদ্ধ বন্ধের এই আহ্বান জানান।

জাতীয় কবি'র ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশ থেকে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা এবং কর্মচারীবৃন্দ শোভাযাত্রা সহকারে কবি'র সমাধিতে গমন, পুষ্পস্তবক অর্পণ ও ফাতেহা পাঠ করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সভাপতিত্বে কবি'র সমাধি প্রাঙ্গণে এক আলোচনা সভা ও সংগীতানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের নাতনী খিলখিল কাজী। বাংলা বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. ফাতেমা কাওসারের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে একই বিভাগের অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম (সিরাজ সালেকীন) 'অসাম্প্রদায়িক চেতনা এবং নজরুল' শীর্ষক স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন। সংগীত বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ অনুষ্ঠানে নজরুল সংগীত পরিবেশন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন সাম্যের কবি, অসাম্প্রদায়িক ও মানবতার কবি। তিনি মানুষের জন্য কবিতা ও গান লিখেছেন, মানুষের মুক্তির কথা বলেছেন এবং ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষকে উজ্জীবিত করেছেন অসাম্প্রদায়িক চেতনায়। নজরুলের কবিতা, গান ও সাহিত্যকর্ম উপলব্ধি করে অসহায়, দরিদ্র, নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানুষের মুক্তির কথা সকলকে ভাবতে হবে। তাঁর মানবিক, অসাম্প্রদায়িক ও সাম্যবাদী চেতনা ধারণ করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যে যুদ্ধবিগ্রহ চলছে, তা বন্ধে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে। ফিলিস্তিনে বিশেষ করে গাজায় ইসরায়েল যে হত্যাযজ্ঞ, বর্বরতা, নির্যাতন ও অমানবিক অপরাধ চালাচ্ছে, তা বন্ধ করে ফিলিস্তিনকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিতে কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি উপাচার্য আহ্বান জানান।

বাংলাদেশের একাত্তরের গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায় হবেই-প্রধান বিচারপতি

বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান বলেছেন, দক্ষিণ এশিয়ায় আমরাই একমাত্র জাতি যারা অনেক রক্তের বিনিময়ে দীর্ঘ সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মহান মুক্তিযুদ্ধকে চিরতরে দমিয়ে দিতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ১৯৭১ সালে এ দেশে বর্বর ও নির্মম গণহত্যা চালায়। পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোন দেশে এত অল্প সময়ে এরকম কোন গণহত্যা ঘটেনি। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য এই নারকীয় গণহত্যার এখনো আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাওয়া যায়নি। বিলম্ব হলেও একাত্তরের গণহত্যার স্বীকৃতি আদায়ের এখনই উপযুক্ত সময় এবং সকলের সম্মিলিত প্রয়াস থাকলে এই গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায় হবেই। গত ২৭ মে ২০২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়ার আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে '১৯৭১ সালে বাংলাদেশের জেনোসাইডের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি' শীর্ষক এক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন (ইউসিএল) এবং সেন্টার ফর জেনোসাইড স্টাডিজ-এর যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই কর্মশালায় সেন্টার ফর জেনোসাইড স্টাডিজ-এর পরিচালক অধ্যাপক শেখ হাফিজুর রহমান (কার্জন) এবং ইউসিএল-এর সহযোগী অধ্যাপক ড. বায়েস আহমেদ বক্তব্য রাখেন।

প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান আরও বলেন, বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের গণহত্যার চিত্র বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরতে হবে। তিনি বলেন, আমাদের স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নৃশংস হত্যার পর এদেশে যে অগণতান্ত্রিক সরকারগুলো এসেছে, তারা যুদ্ধাপরাধীদের পুনর্বাসিত করেছে এবং গণহত্যার ইতিহাস মুছে দিতে চেয়েছে, যা অত্যন্ত দুঃখজনক।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর নৃশংস গণহত্যার চিত্র তুলে ধরে বলেন, এই ন্যক্কারজনক গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দিতে হবে। এজন্য ব্রিটিশ একাডেমির অর্থায়নে পরিচালিত একটি প্রকল্পের মাধ্যমে সকলের সহযোগিতায় বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যা সম্পর্কে পরিপূর্ণ তথ্য-উপাত্ত নিয়ে একটি সমৃদ্ধ ডাটাবেজ তৈরি করা হবে। এই ডাটাবেজ বিশ্ববাসীর কাছে উন্মুক্ত করে দেয়া হবে, যাতে 'অপারেশন সার্চলাইট' অভিযানের নামে পাকিস্তানি বর্বর হানাদার বাহিনী পরিচালিত নারকীয় গণহত্যা সম্পর্কে সকলে জানতে পারে।

উদ্ভাবন ছাড়া টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়-উপাচার্য

(১ম পৃষ্ঠার পর) ব্রাক-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. লিয়াকত আলী।

মেয়র আতিকুল ইসলাম বলেন, করোনা মহামারি, জলবায়ু পরিবর্তন এবং বিভিন্ন দেশে চলমান যুদ্ধের কারণে উন্নয়নশীল ও দরিদ্র দেশগুলো সার্বিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কার্বন নিঃসরণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য উন্নত দেশগুলোই প্রধানত দায়ী, এজন্য তাদেরকেই দায়ভার নিতে হবে এবং দরিদ্র দেশগুলোকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আমাদের পরিবেশ দূষণের জন্য আমরা নিজেরাও অনেকটা দায়ী। ঢাকা মহানগরী বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ নগরীর একটি উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমরা নানাভাবে এই মহানগরীর পরিবেশ দূষণ করছি। সুনাগরিক হিসেবে পরিবেশ সংরক্ষণে সকলকে সচেতন হতে হবে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন এখন মানবজাতির জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি। এর কারণে দরিদ্র দেশগুলোসহ আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ঢাকা ও এর আশেপাশের এলাকা বিশেষ করে নদীগুলো ও জলাধার প্রতিনিয়ত আমারা নানাভাবে দূষণ করছি। এরফলে ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়াসহ বিভিন্ন মহামারি রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। ঢাকা মহানগরীকে পরিবেশ বান্ধব নগরী হিসেবে গড়ে তুলতে এর জলাধার ও নদীগুলোর প্রাণ ফিরিয়ে আনতে হবে, পর্যাপ্ত বৃক্ষরোপণ ও সবুজায়ন করতে হবে, জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণে এবং বায়ুদূষণ রোধে সকলকে সচেতন হতে হবে।

উল্লেখ্য, শিক্ষক, গবেষক, শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞ ও প্রতিনিধিগণ এই সংলাপে অংশগ্রহণ করেন।

নবায়নযোগ্য শক্তি বিষয়ক দু'দিনব্যাপী সম্মেলন অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শক্তি ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে 'Policy Frameworks for Enabling Renewable Energy Investment: A Global and Regional Perspective' শীর্ষক দু'দিনব্যাপী ২৪তম জাতীয় রিনিউয়েবল এনার্জি সম্মেলন ও গ্রিন এক্সপো গত ২২ মে ২০২৪ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। গ্রিনটেক ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় এই সম্মেলন আয়োজন করা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক প্রধান সমন্বয়কারী মো. আক্তার হোসেন, ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেডের সিইও মো. আলমগীর মোরশেদ, বাংলাদেশ সোলার রিনিউয়েবল এনার্জি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ইঞ্জি. মো. নুরুল আক্তার এবং টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মুনিরা সুলতানা এনডিসি বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। গ্রিনটেক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের উপদেষ্টা ও বিআইবিএমের ফ্যাকাল্টি মেম্বার খোন্দকার মোর্শেদ মিল্লাত মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। স্বাগত বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শক্তি ইনস্টিটিউট-এর সহযোগী অধ্যাপক ড. এস এম নাসিফ শামস্। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন গ্রিনটেক ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক লুৎফর রহমান।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ এমপি বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের মতো ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহের দুর্যোগ ঝুঁকি কমাতে আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য উন্নত বিশ্বের নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, কার্বন নিঃসরণের জন্য মূলতঃ উন্নত দেশসমূহই দায়ী। তাই বৈশ্বিক পরিবেশ রক্ষায় তাদের মূখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪১ সালের মধ্যে দেশে ৪০ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছেন। এ লক্ষ্য অর্জনে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য তিনি পেশাজীবী ও গবেষকদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি জ্বালানি নীতি আধুনিকায়নের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল নবায়নযোগ্য শক্তির উৎপাদন বৃদ্ধি এবং পরিবেশকে সব ধরনের দূষণ থেকে মুক্ত রাখতে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, গ্রিন এনার্জি উৎপাদনের ক্ষেত্রে সফলতা অর্জনের জন্য সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব আরও বৃদ্ধি করতে হবে। পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখতে অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। উপাচার্য তরুণ সমাজকে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নবায়নযোগ্য শক্তি ও পরিবেশ বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালুর আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং এব্যাপারে সরকারি ও বেসরকারি খাতের সহযোগিতা চান।

১১তম আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ বিতর্ক প্রতিযোগিতা

'করবো ভূমি পুনরুদ্ধার, রুখবো মরুময়তা, অর্জন করতে হবে মোদের খরা সহনশীলতা' স্লোগানকে ধারণ করে দু'দিনব্যাপী ১১তম আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ বিতর্ক প্রতিযোগিতা গত ১৩ মে ২০২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্বোধন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের রুটিন দায়িত্বে নিয়োজিত প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটি (ডিইউডিএস) এবং পরিবেশ অধিদপ্তর যৌথভাবে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে।

পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আব্দুল হামিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোকেয়া হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. নিলুফার পারভীন, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ জাবেদ হোসেন, স্যার এ এফ রহমান হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. রফিকুল ইসলাম, ডিইউডিএস-এর মডারেটর অধ্যাপক ড. এস এম শামীম রেজা, শহীদুল্লাহ্ হল ডিবেটিং ক্লাবের মডারেটর অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আজমল হোসেন ভূঁইয়া এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক মির্জা শওকত আলী বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ডিইউডিএস-এর সভাপতি অর্পিতা গোলদার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং সাধারণ সম্পাদক আদনান মুস্তারী অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার বলেন, দেশে জনসংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ায় আমাদের বাসযোগ্য ভূমি কমে যাচ্ছে। এর ফলে মানুষ বাধ্য হচ্ছে বনাঞ্চল উজাড় করতে ও গাছপালা কেটে ফেলতে। এ চিত্র শুধু বাংলাদেশে নয়, বরং পুরো বিশ্ব জুড়েই দেখা যাচ্ছে। অন্যদিকে উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশে দ্রুত শিল্পায়ন ঘটছে। এসব কারণে পরিবেশ নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। দেশের সার্বিক উন্নয়নে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে পরিবেশ বান্ধব প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করলে পরিবেশ বান্ধব ও একটি সুন্দর বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ে তোলা সম্ভব। এই বিতর্ক প্রতিযোগিতা পরিবেশ সংরক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে এবং নীতিনির্ধারকসহ সংশ্লিষ্টদের কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে সাহায্য করবে বলে তিনি আশাপ্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, পরিবেশ সংরক্ষণ ও এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে পরিবেশ, জলবায়ু, তাপপ্রবাহ, দুর্যোগ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং বৈশ্বিক উষ্ণায়নসহ বিভিন্ন বিষয়ে দেশের ১৬ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিতার্কিতরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের জলবায়ু কর্ম-পরিকল্পনা ঘোষণা

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন দেশে প্রথমবারের মতো জলবায়ু কর্ম-পরিকল্পনা (Climate Action Plan) ঘোষণা করেছে। গত ১২ মে ২০২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে এক অনুষ্ঠানে এই কর্ম-পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়।

অনুষ্ঠানে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী এমপি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. আতিকুল ইসলাম, দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস, ব্রিটিশ হাই কমিশনের ডেপুটি হাই কমিশনার ম্যাট ক্যানেল, 'সি৪০ সিটির' এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর মার্ক ওয়াটস এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের ইমেরিটাস অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বক্তব্য রাখেন।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী জলবায়ু কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সমন্বিতভাবে কাজ করার জন্য মন্ত্রণালয়, সিটি কর্পোরেশন ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের প্রতি আহ্বান জানান। সকল মন্ত্রণালয়, উন্নয়ন সহযোগী ও সাধারণ মানুষকে সম্পৃক্ত করে এই কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, তাহলেই কাঙ্ক্ষিত সফলতা আসবে। ঢাকাকে বাসযোগ্য শহর হিসেবে গড়ে তুলতে নগর বনায়ন প্রকল্প আবার শুরু করা হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোকে আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য উন্নত দেশসমূহের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বিশ্বের উন্নত দেশসমূহই মূলত: কার্বন নিঃসরণের জন্য দায়ী। অথচ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশ। তাই জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা এবং জনস্বাস্থ্য রক্ষায় উন্নত দেশসমূহের বিশাল দায়িত্ব রয়েছে। আর্থিক সহায়তা দিয়ে তাদের সেই দায়িত্ব পালন করতে হবে। দূষণমুক্ত নিরাপদ বিশ্ব গড়ে তুলতে সর্বত্র সোচ্চার হওয়ার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান। উপাচার্য বলেন, বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশে সংঘটিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ক্ষয়-ক্ষতির সঠিক চিত্র এবং এসংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত গবেষণার মাধ্যমে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরতে হবে। সময়োপযোগী জলবায়ু কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য তিনি ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনকে ধন্যবাদ জানান।

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. আতিকুল ইসলাম বলেন, জলবায়ু কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী ঢাকায় ২০৩০ সালের মধ্যে ১৪ দশমিক ৯ ভাগ, ২০৪০ সালের মধ্যে ৩৩ দশমিক ৮ ভাগ এবং ২০৫০ সালের মধ্যে ৭০ দশমিক ৬ ভাগ কার্বন নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে তিনি নগরবাসীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা চান।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস জলবায়ু কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাজেটে অর্থ-বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হবে।

ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের নবীনবরণ অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের নবীনবরণ অনুষ্ঠান গত ১৫ মে ২০২৪ আর সি মজুমদার আর্টস মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের রুটিন দায়িত্বে নিয়োজিত প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

বিভাগীয় চেয়ারম্যান ড. মো. মুমিত আল রশিদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত মানসুর চাভূশী সম্মাননীয় অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। এছাড়া, কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুল বাছির, বিশিষ্ট কবি ও কথাসাহিত্যিক আনিসুল হক এবং ইন্টারনেট সার্ভিস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ-এর পরিচালক মো. নাসির উদ্দিন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। স্বাগত বক্তব্য দেন অধ্যাপক ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান।

উপাচার্যের রুটিন দায়িত্বে নিয়োজিত প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস ও ঐতিহ্য তুলে ধরে বলেন, এই ভাষার সাহিত্যকর্ম চর্চার মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে আরও সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের ভূমিকা রাখতে হবে। এই বিভাগের এমফিল ও পিএইচডি'র গবেষণাপত্র ফারসি ভাষায় রচনা করার জন্য তিনি গবেষকদের প্রতি আহ্বান জানান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইরানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চলমান যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও গতিশীল করার ক্ষেত্রে তিনি বাংলাদেশে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূতের সহযোগিতা চান।

আলোচনা পর্ব শেষে বিভাগীয় শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

অধ্যাপক শাহীন আহমেদ

(৩য় পৃষ্ঠার পর) এই ট্রাস্ট ফান্ডের আয় থেকে প্রতিবছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নৃবিজ্ঞান বিভাগের একজন এবং অর্থনীতি বিভাগের একজন অসচ্ছল ও মেধাবী শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল এই অনুদানের জন্য দাতাদ্বয়কে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, মেধাবী ও অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে লেখাপড়ায় উৎসাহ প্রদানের ক্ষেত্রে ট্রাস্ট ফান্ড হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বড় শক্তি। দায়িত্ববোধের অংশ হিসেবে সমাজের বিত্তশালী ও অ্যালামনাইরা এই জাতীয় অনুদান দিয়ে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসবেন বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

মেধাস্বত্ত্ব সংরক্ষণে কর্মশালা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদে 'ইনটেলেকচুয়াল প্রোপার্টি ফান্ডামেন্টালস্ ফর ব্রান্ড ডিজাইনিং' শীর্ষক ৪-দিনব্যাপী এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গত ২ জুন ২০২৪ অনুষদের ওসমান জামাল মিলনায়তনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন। জাপান পেটেন্ট অফিস-এর সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদ, পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্ক অধিদপ্তর এবং ওয়ার্ল্ড ইনটেলেকচুয়াল প্রোপার্টি অর্গানাইজেশন যৌথভাবে এই কর্মশালা আয়োজন করে।

চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক নিসার হোসেনের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ওয়ার্ল্ড ইনটেলেকচুয়াল প্রোপার্টি অর্গানাইজেশনের এশিয়া প্যাসিফিক ডিভিশনের পরিচালক মি. অ্যান্ড্রু মাইকেল অং, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক ফাইয়াজ মুর্শিদ কাজী এবং পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্ক অধিদপ্তরের পরিচালক ড. কায়সার মুহাম্মদ মঈনুল হাসান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, আমরা এখন জ্ঞাননির্ভর অর্থনীতি, নতুন নতুন ধারণা ও উদ্ভাবনের যুগে বাস করছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে জ্ঞান চর্চার উৎকৃষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে আমাদের এগিয়ে যেতে মৌলিক গবেষণা ও উদ্ভাবনের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। তিনি বলেন, গবেষণা ও উদ্ভাবনগুলো সংরক্ষণে মেধাস্বত্ত্ব অধিকার সংক্রান্ত আইন ও নীতিমালা সম্পর্কে আমাদের শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। এই কর্মশালা অনুষদের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের গবেষণা ও উদ্ভাবন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য, চারদিনব্যাপী এই কর্মশালায় অনুষদের শিক্ষক, অ্যালামনাই ও শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন।

'বাংলাদেশের ৫০ বছরের আর্থ-সামাজিক অগ্রযাত্রা' বিষয়ক সেমিনার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নাজমুল করিম স্টাডি সেন্টারের উদ্যোগে গত ০৬ জুন ২০২৪ অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে 'ফিফটি ইয়ারস অব বাংলাদেশ: টুয়ার্ডস ক্রনি-প্রিডেটরি ক্যাপিটালিজম এন্ড অ্যাডিয়াফোরাইজেশন' শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক ড. আ ক ম জামাল উদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন অধ্যাপক রাশেদা ইরশাদ নাসির বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। সেমিনারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অনারারি অধ্যাপক ড. এ আই মাহবুব উদ্দিন আহমেদ মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। সমাজবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. জিনাত হুদা এবং ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর প্রবন্ধের ওপর আলোচনায় অংশ নেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল সাবলীল ও তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ উপস্থাপন করায় অধ্যাপক ড. এ আই মাহবুব উদ্দিন আহমেদকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, তাঁর প্রবন্ধে স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের ৫০ বছরের অগ্রযাত্রায় রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক উত্থান-পতনের পাশাপাশি সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের চিত্র বিস্তারিতভাবে উঠে এসেছে। তিনি বলেন, বিদ্যমান সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে দিয়েই সর্বক্ষেত্রে দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে। উন্নয়নের এই ধারা অব্যাহত রাখতে নৈতিকতা ও মানবিকতার সাথে কাজ করার জন্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রতি উপাচার্য আহ্বান জানান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছায়ানীড় প্রি-স্কুল ও শিশুযত্ন কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক প্রয়াত অধ্যাপক ড. নুরুন্নাহার ফয়জুননেসার জন্মদিন উপলক্ষ্যে গত ২১ মে ২০২৪ ছায়ানীড়ের শিশুদের প্রতীকী জন্মদিন পালন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে শিশুযত্ন কেন্দ্রে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কেক কাটেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. আবদুল হালিম এবং ছায়ানীড় প্রি-স্কুল ও শিশুযত্ন কেন্দ্রের প্রধান শিক্ষক লুৎফুন্নাহার হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

ডিজাস্টার হ্যাকাথন

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নতুন উদ্ভাবনের খোঁজে শুরু হলো "ডিজাস্টার হ্যাকাথন ২.০"। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গত ২৯ মে ২০২৪ অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই "ডিজাস্টার হ্যাকাথন ২.০"-এর উদ্বোধন করেন। আন্তর্জাতিক সংস্থা স্টার্ট নেটওয়ার্ক-এর অংশ ফোরওয়ার্ণ (FORWARN) বাংলাদেশ, ওপেন ম্যাপিং হাব-এশিয়া প্যাসিফিক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিজাস্টার সায়েন্স এন্ড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স বিভাগ ও আবহাওয়াবিজ্ঞান বিভাগ সম্মিলিতভাবে এই হ্যাকাথন আয়োজন করে।

স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার সাজিদ রায়হানের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. হাফিজা খাতুন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মিজানুর রহমান, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পরিচালক আজিজুর রহমান ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আনিসুল হক বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবহাওয়াবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারপার্সন ড. ফাতিমা আক্তার, স্টার্ট নেটওয়ার্ক-এর সিইও ক্রিস্টিনা বেনেট ও সিএআরএফ প্রধান এনা ফারিনা, ওপেন ম্যাপিং হাব-এশিয়া প্যাসিফিক-এর আঞ্চলিক পরিচালক নামা বুধাঠকি এবং ফোরওয়ার্ণ (FOREWARN) বাংলাদেশের প্রধান সমন্বয়ক আশরাফুল হক । উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ শুধু কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষের জন্য নয় বরং এটি বিশ্বের সকল প্রান্তের মানুষের জন্য একটি বড় সমস্যা। প্রতিবছর প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে জনজীবন ও রাষ্ট্রের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়। বৈশ্বিক ইস্যু জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম শিকার বাংলাদেশ। প্রতিবছর ধারাবাহিকভাবে ঘূর্ণিঝড়, আকস্মিক বন্যার মত দুর্যোগের কবলে পড়তে হয় বাংলাদেশকে। ফলে জীবন, সম্পদ এবং অর্থনৈতিক সমস্যা মোকাবেলায় হিমশিম খেতে হয় দুর্যোগ কবলিত এলাকার বাসিন্দাদের। "ডিজাস্টার হ্যাকাথন" এর মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন কৌশল বেরিয়ে আসলে, তা ক্ষয়ক্ষতি কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশাপ্রকাশ করেন। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় এবং দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসকল্পে বৈজ্ঞানিক সমাধান বের করতে এই হ্যাকাথন সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নতুন কৌশল উদ্ভাবনের প্রতিযোগিতা 'ডিজাস্টার হ্যাকাথন ২.০'-এ দেশের সরকারী-বেসরকারী সব বিশ্ববিদ্যালয় অংশ নিতে পারবে। এর রেজিস্ট্রেশন চলবে আগামী ৩০জুন পর্যন্ত। এরপর ১ জুলাই থেকে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রেজিস্ট্রেশন করা টিমগুলোর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কৌশল মূল্যায়ন, ট্রেনিং ও মেনটরিং করা হবে । সেখান থেকে বেছে নেয়া হবে ৫টি টিম। প্রতি টিমের সদস্য সংখ্যা ৩ থেকে ৫ জন। অক্টোবরের শেষে ৫ টি টিমকে ৪ দিনের আবাসিক ট্রেনিং ও মেনটরিং করা হবে। আগামী ৩১ অক্টোবর নাগাদ তাদের মধ্য থেকে বিজয়ী করা হবে ৩টি টিমকে। পরবর্তীতে বিজয়ী টিমগুলোকে নিয়ে মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হবে তাদের উদ্ভাবিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কৌশল।

'কিক্স বাংলাদেশ ন্যাশনাল আপটেক ফোরাম' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলন

(১ম পৃষ্ঠার পর) সম্মেলন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ও সময়োপযোগী ভূমিকা রাখবে। শিক্ষার্থীদের মানবিক গুণাবলী অর্জন ও বিকাশে নতুন নতুন জ্ঞান ও উদ্ভাবন অপরিহার্য। দুই-দিনব্যাপী এই সম্মেলনে অংশগ্রহণের ফলে শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীরা পারস্পরিক জ্ঞান বিনিময়ের মাধ্যমে নিজেদেরকে আরও সমৃদ্ধ করতে পারবেন। এছাড়া, সম্মেলন থেকে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় নতুন কারিকুলাম সংযোজন ও নীতিনির্ধারণে যথাযথ সুপারিশ এবং দিক নির্দেশনা পাওয়া যাবে বলে উপাচার্য আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল বলেন, শিক্ষা ক্ষেত্রে যেকোন পলিসি বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট দেশের সংস্কৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যদি পলিসি গ্রহণের ক্ষেত্রে সংস্কৃতিকে সঠিকভাবে গুরুত্ব দেয়া না হয় তাহলে অনেক ক্ষেত্রে তার বাস্তবায়ন সম্পূর্ন সম্ভব হয় না। এসব বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে কিক্স তাদের যাবতীয় গবেষণা কর্মকান্ড পরিচালনা করবেন বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এসময় তিনি আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার গবেষণা ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব দিয়েছে। এক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট জোরালো ভূমিকা পালন করে আসছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশসহ বিশ্বের ১০টি দেশ থেকে শিক্ষক, গবেষক, বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষার্থীরা এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

অধ্যাপক ড. মহসিন উল্লাহ পাটোয়ারীকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন

উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন উদ্ভিদবিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. মহসিন উল্লাহ পাটোয়ারীকে গত ৬ মে ২০২৪ উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের সেন্ট্রাল গ্যালারিতে সংবর্ধনা দেয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মিহির লাল সাহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ কে আজাদ চৌধুরী, বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আতাহার উদ্দিন এবং অধ্যাপক ড. মো. আবুল বাশার।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, অধ্যাপক ড. মহসিন উল্লাহ পাটোয়ারী উদ্ভিদবিজ্ঞান গবেষণায় একজন জীবন্ত কিংবদন্তি। এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিভাগের শিক্ষার্থীরা তাঁর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে সরাসরি জানতে পারবে এবং নিজেদেরকে গবেষণায় মনোযোগী হতে অনুপ্রেরণা পাবে। অধ্যাপক ড. মহসিন উল্লাহ পাটোয়ারীকে সম্মানিত করতে পেরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও সম্মানিত হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

উপাচার্য উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের গবেষণামুখী হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, বর্তমান বিশ্বের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ও জলবায়ু পরিবর্তন রোধে শিক্ষার্থীদের গবেষণার মাধ্যমে যথাযথ ভূমিকা রাখতে হবে।

ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় পানিবাহিত স্বাস্থ্যঝুঁকি প্রশমন এবং একটি দূষণ লোড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম তৈরির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাপানের এহিমি বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে একটি গবেষণা প্রকল্প পরিচালনার লক্ষ্যে গত ২৯ মে ২০২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের সেমিনার রুমে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্প নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন এবং এহিমি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. কোজো ওয়াতানবে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এসময় বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে দু'দিনব্যাপী এক গবেষণা প্রশিক্ষণ কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠান গত ২১ মে ২০২৪ কেন্দ্রের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করেন। কেন্দ্রের সভাপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুল বাছির এবং কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক ড. জসীম উদ্দিন বক্তব্য রাখেন। কর্মশালায় কলা অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগের ৩২জন শিক্ষক ও গবেষক অংশ নেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গত ০৬ জুন ২০২৪ রাশিয়ার বিখ্যাত কবি আলেকজান্ডার পুশকিন-এর ২২৫তম জন্মবার্ষিকী এবং রাশিয়ান ভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন চত্বরে অবস্থিত পুশকিনের ভাস্কর্যে প্রধান অতিথি হিসেবে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এসময় ঢাকাস্থ রাশিয়ান দূতাবাসের কাউন্সিলর এবং রাশিয়ান হাউজের ডিরেক্টর মি. পাভেল ডভয়চেনকভ উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্ব সমুদ্র দিবস উৎযাপিত

'ক্যাটালাইজিং অ্যাকশন ফর আওয়ার ওসেন এন্ড ক্লাইমেট' প্রতিপাদ্য ধারণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমুদ্রবিজ্ঞান বিভাগ এবং ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ওসেন গভার্নেন্স-এর যৌথ উদ্যোগে গত ০৮ জুন ২০২৪ 'বিশ্ব সমুদ্র দিবস' পালিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল সকালে কার্জন হল প্রাঙ্গণে এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিভিন্ন কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এসময় কার্জন হল প্রাঙ্গণে এক র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিতে আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. জিল্লুর রহমান এবং সমুদ্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান ড. কে এম আজম চৌধুরীসহ বিভাগীয় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা অংশ নেন।

আইবিএ গ্র্যাজুয়েশন-২০২৪ অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট (আইবিএ)-এর বিবিএ ২৭তম ব্যাচ, এমবিএ ৬৩তম ব্যাচ, এক্সিকিউটিভ এমবিএ এবং ডিবিএ প্রোগ্রামের গ্র্যাজুয়েশন অনুষ্ঠান গত ৪ মে ২০২৪ রাজধানীর একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল।

ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আব্দুল মোমেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে গ্র্যাজুয়েশন বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হার্ভার্ড কেনেডি স্কুলের সিনিয়র ফেলো ইকবাল কাদির। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. মো. রেজাউল কবির।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল আইবিএ গ্র্যাজুয়েটদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট দক্ষ ও মানসম্পন্ন বিজনেস গ্র্যাজুয়েট তৈরির একটি অনন্য ও স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান। তিনি বলেন, বৈশ্বিক নানামুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে সমতাভিত্তিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত ও স্মার্ট দেশে পরিণত করতে আইবিএ গ্র্যাজুয়েটদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করে দেশের ব্যবসা-বানিজ্য প্রসারে ও নেতৃত্ব প্রদানের জন্য উপাচার্য আইবিএ গ্র্যাজুয়েটদের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফল নেতৃত্বে দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) অর্জনে অসাধারণ অগ্রগতির ফলে বাংলাদেশ আজ এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছে। দেশের এই অগ্রগতি ও উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে আইবিএ গ্র্যাজুয়েটবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবেন বলে উপাচার্য আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের মোট ২১৫জন শিক্ষার্থীকে ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

৫ম আন্তর্জাতিক মুকাভিনয় উৎসব

ঢাকা ইউনিভার্সিটি মাইম অ্যাকশন-এর উদ্যোগে দু'দিনব্যাপী ৫ম আন্তর্জাতিক মুকাভিনয় উৎসব গত ২২ মে ২০২৪ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই উৎসবের উদ্বোধন করেন।

ঢাকা ইউনিভার্সিটি মাইম অ্যাকশন-এর সভাপতি নিয়াজ মাখদুম সিনা'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক, নিউজিল্যান্ড ডব্লিউএসডিএ বিজনেস ডেভেলপমেন্ট-এর ভাইস-প্রেসিডেন্ট আহমেদ বারি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মো. মুমিত আল রশিদ এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটি মাইম অ্যাকশনের মডারেটর ড. ফাদার তপন কামিলুস ডি' রোজারিও বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার উৎসবের সফলতা কামনা করে বলেন, যে কথাগুলো সকলে বলতে পারে না মুকাভিনয়ের মাধ্যমে শিল্পীরা সেগুলো তুলে ধরে। মানুষকে বিনোদন দেওয়ার পাশাপাশি নির্বাক এই শিল্পকর্মের মাধ্যমে সমাজের অসঙ্গতি, অসামঞ্জস্যতা, ইতিহাস ও ঐতিহ্যসহ নানা চিত্র আমাদের সামনে উঠে আসে। ঢাকা ইউনিভার্সিটি মাইম অ্যাকশন এদেশের মুকাভিনয় শিল্পকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও সুনাম বয়ে আনবে বলে তিনি আশাপ্রকাশ করেন।

রোকেয়া হলে চীনা শিক্ষার্থীদের

(শেষ পৃষ্ঠার পর) শিক্ষার্থীরা ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান, সংস্কৃতি ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ পাচ্ছেন এবং এর মাধ্যমে দু'দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও জোরদার হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, এক দেশের সাথে অন্য দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, বাণিজ্য, অর্থনীতি, কূটনীতি ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরিতে ভাষা শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চীনের এই শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের অ্যাম্বাসেডর হিসেবে নিজ দেশের মানুষের সামনে বাংলা ভাষা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি তুলে ধরবে বলে উপাচার্য আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য, চীনের গুয়াংডং ইউনিভার্সিটি অফ ফরেন স্টুডেন্ট-এ 'বাংলা ভাষা' বিষয়ে অনার্সে অধ্যয়নরত বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী ল্যাঙ্গুয়েজ এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের আওতায় আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে ১ সেমিস্টার পড়তে এসেছিলেন। এদের মধ্যে এই ৬ জন নারী শিক্ষার্থী গত ৩ মাস ধরে রোকেয়া হলে অবস্থান করেন।

গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে সেমিনার অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে গত ২৩ এপ্রিল ২০২৪ আর সি মজুমদার আর্টস মিলনায়তনে "An Examination of 'No Thesis Argument' of Nagarjuna" শীর্ষক এক বিশেষ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) ও গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছারের সভাপতিত্বে সেমিনারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. দিলীপ কুমার মোহান্ত মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের অনারারি অধ্যাপক ড. কাজী নূরুল ইসলাম প্রবন্ধের উপর আলোচনায় অংশ নেন। এছাড়া, অনুষ্ঠানে দর্শন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. শাহ্ কাওসার মুস্তাফা আবুলউলায়ী বক্তব্য রাখেন। কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক ড. জসীম উদ্দিন অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার বলেন, ভারতীয় দার্শনিক নাগার্জুনের চিন্তাভাবনা ও দর্শন বিভিন্ন জাতি ও ভাষার মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে। তিনি আরও বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. গোবিন্দচন্দ্র দেব ছিলেন একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মানবতাবাদী দার্শনিক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীরা ড. গোবিন্দচন্দ্র দেবের জ্ঞান, দর্শন ও চিন্তাভাবনা বিশ্বদরবারে তুলে ধরতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

জলবায়ু পরিবর্তন ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক সার্টিফিকেট কোর্স শুরু

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডিজাস্টার সায়েন্স এন্ড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স বিভাগ এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ক্লাইমেট চেইঞ্জ এন্ড হেলথ প্রমোশন ইউনিট (সিসিএইচপিইউ)-এর যৌথ উদ্যোগে ৩-মাসব্যাপী 'জলবায়ু পরিবর্তন এবং জনস্বাস্থ্য' বিষয়ক এক সার্টিফিকেট কোর্স ০৮ জুন ২০২৪ শুরু হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল ভূতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর এম. এ লতিফ মিলনায়তনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই কোর্সের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন এবং ডিজাস্টার সায়েন্স এন্ড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. জিল্লুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. মিজানুর রহমান, জাতিসংঘের ইআরডি উইং-এর প্রধান এ কে এম সোহেল, পাথ ফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল-এর জলবায়ু বিষয়ক সিনিয়র ডিরেক্টর ডেভিড শিমকুস, যুক্তরাজ্য ভিত্তিক সংস্থা এফসিডিও-এর স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেষ্টা ড. মো. শফিকুল ইসলাম এবং সিসিএইচপিইউ-এর কো-অর্ডিনেটর অধ্যাপক ড. ইকবাল কবীর বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বজুড়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে তা আরও বৃদ্ধি পাবে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়াসহ নানা ধরনের রোগব্যাধির প্রকোপ বাড়ছে এবং এর ফলে মানব স্বাস্থ্য ভয়ংকর ঝুঁকির মুখে পড়ছে। এজন্য জলবায়ু পরিবর্তন এখন মানবজাতির জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি। জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্টদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী উন্নত দেশগুলোকে এর ক্ষতিকর প্রভাব অনুভব করতে হবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। জনগুরুত্বপূর্ণ এই কোর্সে অংশগ্রহণকারীরা জলবায়ু সহিষ্ণু ও সুরক্ষিত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান লাভ করবে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালঞ্জসমূহ মোকাবেলার মাধ্যমে দেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে বলে উপাচার্য আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য, এই কোর্সে শিক্ষক, গবেষক, সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞ ও প্রতিনিধিগণসহ ৪০ জন অংশগ্রহণ করছেন।

অধ্যাপক ড. জিয়া রহমান-এর স্মরণে শোকসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের সাবেক ডিন ও ক্রিমিনোলজি বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান প্রয়াত অধ্যাপক ড. জিয়া রহমান-এর স্মরণে এক শোকসভা ও দোয়া মাহফিল গত ২৯ মে ২০২৪ ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল স্মরণসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন অধ্যাপক রাশেদা ইশরাত নাসিরের সভাপতিত্বে শোকসভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. জিনাত হুদাসহ বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল প্রয়াত অধ্যাপক ড. জিয়া রহমান এর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, তিনি ছিলেন বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট অপরাধ বিজ্ঞানী এবং খ্যাতিমান শিক্ষক ও গবেষক। তিনি সমাজের অপরাধ বিষয়ে ও নির্মূলে অনেক গবেষণা করেছেন। অপরাধের প্রতি সমাজের প্রতিক্রিয়া নিয়ে তাঁর সুচিন্তিত বিশ্লেষণ ও মতামত বিভিন্ন সেমিনার, সভায় এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে, যা দেশ ও জাতির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তাঁর অকাল মৃত্যু সকলের কাছেই ছিলো অপ্রত্যাশিত। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ এই গুণী শিক্ষক ছিলেন মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। এই শিক্ষকের অকাল মৃত্যুতে সমাজ, রাষ্ট্র ও দেশের অপূরনীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে বলে উপাচার্য উল্লেখ করেন।

অন্য বক্তারা বলেন, সমাজবিজ্ঞান বিশেষ করে অপরাধ বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার ও গবেষণায় অধ্যাপক জিয়া রহমানের অসাধারণ অবদান রয়েছে। এই গুণী শিক্ষক বিভাগীয় শিক্ষক, শিক্ষার্থীসহ সকলের হৃদয়ে অবস্থান করে নিয়েছিলেন। তিনি সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন, বিভাগীয় চেয়ারম্যান, হল প্রাধ্যক্ষ, শিক্ষক সমিতি, একাডেমিক কাউন্সিল, সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস সহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে এবং ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অব ক্রিমিনোলজির বোর্ড ডিরেক্টর হিসেবে অত্যন্ত স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও সততার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন বলে বক্তারা উল্লেখ করেন।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট-এর উদ্যোগে গত ৫ জুন ২০২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ আয়োজিত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন(ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক রাশেদা ইরশাদ নাসির অনুষদ প্রাঙ্গণে একটি 'কৃষ্ণচূড়া' গাছের চারা রোপণ করেন। এসময় অনুষদের বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন

আই.এস.আর.টি'র দুই শিক্ষকের DHS ফেলোশিপ লাভ

পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউট (আই.এস.আর.টি.)-এর অধ্যাপক ড. জাহিদা গুলশান এবং প্রভাষক প্রিয়ম সাহা Demographic Health Survey (DHS) Fellowship-2024 এর জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। এছাড়া, তিন জন শিক্ষার্থী মাহনাজ ইব্রাহিম, নাবিল আহমেদ উৎস এবং সাফায়েত সাফি International Society for Clinical Biostatistics (ISCB) 2024 কনফারেন্সে সম্মানজনক Conference Scientist Award এর জন্য মনোনীত হয়েছেন। অন্য একজন শিক্ষার্থী আওয়ান আফিয়াজ একই কনফারেন্সে Student Paper Competition Award গ্রহণ করবেন। কনফারেন্সটি ২১-২৫ জুলাই ২০২৪ গ্রীসের থিসালোনিকিতে অনুষ্ঠিত হবে।

এশিয়া কাপ আন্তর্জাতিক ল মুর্ট কোর্ট প্রতিযোগিতা

এশিয়া কাপ আন্তর্জাতিক ল মুর্ট কোর্ট প্রতিযোগিতা ২০২৩ এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। জাপানের রাজধানী টোকিওতে ২২-২৩ আগষ্ট ২০২৩ এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাবি দল সেরা এপ্লিকেন্ট মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড এবং রেসপন্ডেন্ট অ্যাওয়ার্ড বিভাগে তৃতীয় স্থান লাভ করে। রাফিদ আজাদ সৌমিক ওরালিস্ট অ্যাওয়ার্ড বিভাগে তৃতীয় স্থান লাভ করেন। প্রতিযোগিতায় এশিয়ার বিভিন্ন দেশের প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দলে অংশগ্রহণকারীরা হলেন- ঐশি রহমান, রাফিদ আজাদ সৌমিক, মো. ফিয়াজ রাব্বানী এবং তানহা তানজিয়া।

১৪তম হেনরী ডুনান্ট মেমোরিয়াল মুর্ট কোর্ট প্রতিযোগিতা

১৪তম হেনরী ডুনান্ট মেমোরিয়াল মুর্ট কোর্ট প্রতিযোগিতা ২০২৩ এ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতিযোগিতাটি ৫-৭ অক্টোবর ২০২৩ হংকং এ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এতে সেরা মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড লাভ করে। অংশগ্রহণকারীরা হলেন- কাজী রাকিব হোসাইন, রেজওয়ানা রাশিস ও রেজওয়ান আহমেদ রিফাত।

ফিলিপ সি. জেসাপ আন্তর্জাতিক ল মুর্ট কোর্ট প্রতিযোগিতা

ফিলিপ সি. জেসাপ আন্তর্জাতিক ল মুর্ট কোর্ট প্রতিযোগিতা ২০২৪- এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোয়ার্টার-ফাইনালিস্ট হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। গত ১-৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা হলেন- ফৌজিয়া ফারিয়া, মো. ফাইয়াজ রাব্বনী এবং নওশিন নাওয়াল বর্ষা।

অক্সফোর্ড মনরো ই. প্রাইস মিডিয়া ল মুর্ট কোর্ট প্রতিযোগিতা

অক্সফোর্ড মনরো ই. প্রাইস মিডিয়া ল মুর্ট কোর্ট প্রতিযোগিতা-২০২৪ এর আন্তর্জাতিক রাউন্ডে আংশগ্রহণের জন্য নির্বাচিত হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দল। গত ১৫-১৯ এপ্রিল ২০২৪ এই যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীরা হলেন- মোসা. সাদিয়া ইসলাম রাইসা, ফারিয়া নওশিন তাসফিয়া এবং তাপসী রাবেয়া।

জোয়ান এইচ. জ্যাকসন মুর্ট কোর্ট প্রতিযোগিতা

জোয়ান এইচ. জ্যাকসন মুর্ট কোর্ট প্রতিযোগিতা-২০২৪ এর রিজিওনাল রাউন্ডের ২২তম সংস্করণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দল অংশগ্রহণ করেছে। গত ৪-৭ মার্চ, ২০২৪ ভারতের কলকাতায় এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা হলেন- জেবা মাহিন ঝিনুক, আদ্রিতা মালিয়াত, আক্তার জাহান আঁখি ও রাদ মাহমুদ।

৩য় টিআইবি-ডিউএমসিএস দুর্নীতি বিরোধী মুর্ট কোর্ট প্রতিযোগিতা

৩য় টিআইবি-ডিউএমসিএস দুর্নীতি বিরোধী মুর্ট কোর্ট প্রতিযোগিতা ২০২৩ এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। গত ৬-৯ মার্চ ২০২৪ ঢাকায় এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রতিযোগিতা দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ক একটি জাতীয় মুর্ট কোর্ট প্রতিযোগিতা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দলের সদস্যরা হলেন- ঐশি রহমান, কাজী রাকিব হোসাইন এবং রাফিদ আজাদ সৌমিক।

১৪তম ড. পারস দিওয়ান মেমোরিয়াল আন্তর্জাতিক এনার্জি ল কোর্ট প্রতিযোগিতা

১৪তম ড. পারস দিওয়ান মেমোরিয়াল আন্তর্জাতিক এনার্জি ল কোর্ট প্রতিযোগিতা-২০২৪ এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দল অংশগ্রহণ করেছে। প্রতিযোগিতাটি গত ১৫-১৬ মার্চ ২০২৪ এ ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দলের সদস্যরা হলেন- মো. ফারহান আহমেদ অন্তর, রাফিদ হাসান সাফাওয়ান এবং হাবিবুল রহমান আল হাসান।

আন্তর্জাতিক জার্নালে ঢাবি শিক্ষকদের গবেষণা পত্র প্রকাশিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিজাস্টার সায়েন্স এন্ড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের গবেষণা পত্র বিভিন্ন শীর্ষস্থানীয় আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। বিভাগের অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল ও ড. মো. জিল্লুর রহমান যৌথভাবে 'Quantitative and Qualitative Assessment of Groundwater Resources for Drinking Water Supply in the Peri-Urban Area of Dhaka, Bangladesh' শীর্ষক গবেষণা সম্পন্ন করেছেন। যা Groundwater for Sustainable Development জার্নালে নিবন্ধ আকারে প্রকাশ পেয়েছে। একই জার্নালে 'Modeling Spatial Groundwater Level Patterns of Bangladesh Using Physio-Climatic Variables and Machine Learning Algorithm' শীর্ষক অন্য একটি গবেষণা পত্র প্রকাশিত হয়েছে। গবেষণাটি যৌথভাবে সম্পন্ন করেছেন অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল এবং বিভাগের প্রভাষক আবুল কাশেম ফারুকী ফাহিম। তাঁরা যৌথভাবে অন্য একটি গবেষণা প্রত্র 'Simplified Equations for Wet Bulb Globe Temperature Estimation in Bangladesh' শিরোনামে International Journal of Climatology- এ প্রকাশ করেন। এছাড়া, বিভাগের অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, ড. মো. জিল্লুর রহমান এবং প্রভাষক শাহারিয়ার সরকার, আবুল কাশেম ফারুকী ফাহিম কর্তৃক যৌথভাবে সম্পন্ন 'Land Subsidence Monitoring Using InSAR Technique in the Southwestern Region of Bangladesh' শীর্ষক গবেষণা পত্র Geomatics, Natural Hazards and Risk জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি, বিভাগের ২য় বর্ষের শিক্ষার্থী নিশাত সুমাইয়া হক 'ISWA SWIS Winter School 2024' বৃত্তিপ্রাপ্ত হয়েছেন।

বঙ্গবন্ধু ফেলো অধ্যাপক ড. সোনিয়া আমিন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের সাবেক সভাপতি অধ্যাপক আমিন অক্টোবর ২০২৩ থেকে মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত জার্মানির হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ এশিয়া ইনস্টিটিউট SAI Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Professorial Fellow (সংক্ষেপে বাংলাদেশ চেয়ার) নিযুক্ত ছিলেন। সম্প্রতি তিনি তার ফেলোশিপ সফলভাবে সম্পন্ন করে প্রত্যাবর্তন করেছেন। সেখানে অধ্যাপক আমিন দুটি গণ বক্তৃতা দেন, একটি সেমিনার কোর্সে পাঠদান করেন এবং নিজস্ব গবেষণা করেন। এছাড়া, তিনি ইনস্টিটিউটের অন্যান্য সেমিনার ও কলোকিয়ামে অংশগ্রহণ করেন। তার গবেষণার বিষয় ছিল বঙ্গবন্ধুর উপর তৎকালীন দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের প্রভাব - বিশেষ করে গান্ধী এবং নেতাজি। বর্তমানে এ বিষয়ে তিনি চূড়ান্ত পর্যায়ে ইনডেপথ গবেষণা সম্পন্ন করে প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য কাজ করছেন।

উল্লেখ্য, এই Bangladesh Chair বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। প্রতিবছর ছয় মাসের জন্য হাইডেল্বার্গ ইউনিভার্সিটির বিশেষজ্ঞ প্যানেল এর সুপারিশ অনুযায়ী বাংলাদেশের UGC ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একজন প্রার্থীকে এ পদে মনোনয়ন দিয়ে থাকে।

১২তম জাস্টিস পি.এন. ভাগবতী আন্তর্জতিক মুর্ট কোর্ট প্রতিযোগিতা

১২তম জাস্টিস পি.এন. ভাগবতী আন্তর্জতিক মুর্ট কোর্ট প্রতিযোগিতা-২০২৪ এ অংশগ্রহণ করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মুর্ট কোর্ট দল। ভারতের পুনেতে গত ২১-২৩ মার্চ,২০২৪ এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে অংশগ্রহণকারী সদস্যরা হলেন- কোহিনুর সুলতানা, মোহাম্মদ ইবনে আলম রায়ান এবং মোসা. ফৌজিয়া হক।

রান বাংলাদেশ 'তুরাগ একটিভ ঢাকা ২৫ কে. ২০২৪' ম্যারাথন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ওয়াসিম আকরাম রান বাংলাদেশ 'তুরাগ একটিভ ঢাকা ২৫কে. ২০২৪' ম্যারাথন সফলভাবে সম্পন্ন করেছেন। ১০.৩ কিলোমিটারের এই আন্তর্জাতিক ম্যারাথনটি গত ৮ মার্চ, ২০২৪ এ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জাতীয় বাজেট নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিভাগের উদ্যোগে 'জাতীয় বাজেট পর্যালোচনা ২০২৪-২০২৫' শীর্ষক এক আলোচনা সভা ১০ জুন ২০২৪ অধ্যাপক মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

বিভাগীয় চেয়ারপার্সন অধ্যাপক মাসুদা ইয়াসমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিভাগের অধ্যাপক ড. ফিরদৌসী নাহার কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা খাত, অধ্যাপক ড. রুমানা হক স্বাস্থ্য খাত, অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা শ্রমবাজার ও নারীর ক্ষমতায়ন এবং অধ্যাপক ড. সৈয়দ নঈমুল ওয়াদুদ গভার্নেন্স খাতে বরাদ্দকৃত বাজেট-এর উপর আলোচনা করেন। বিভাগের অধ্যাপক ড. সেলিম রায়হান অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, গুরুত্বের উপর নির্ভর করে প্রস্তাবিত বাজেটে ব্যয়ের খাত এবং ব্যয়ের অর্থ নির্ধারণ করা উচিত। বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের যথাযথ ব্যবহার এবং এর অপচয় রোধে স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, আমাদের সকলকে সততা, নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের সাথে কাজ করতে হবে। এছাড়া, আমাদের মানবসম্পদকে দক্ষ শ্রমশক্তিতে রূপান্তরিত করে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রেরণ করতে হবে। বিভিন্ন খাতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ দেয়ার পাশাপাশি শিক্ষা খাত ও জলবায়ু পরিবর্তন খাতে আরও বেশি বরাদ্দ দেয়ার উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

আন্তঃবিভাগ বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তঃবিভাগ বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগ ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস বিভাগকে ৪৭-২৪ পয়েন্টে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল ০৯ জুন ২০২৪ শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের জিমনেশিয়ামে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাস্কেটবল কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেনের সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. অসীম সরকার বক্তব্য রাখেন। এসময় বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও খেলোয়াড়বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা ও সহশিক্ষা কার্যক্রম একজন শিক্ষার্থীকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলে। শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বের গুণাবলী অর্জন, সুস্থ মন এবং সুস্থ শরীর বজায় রাখতে খেলাধুলার গুরুত্ব অপরিসীম। যে সকল শিক্ষার্থী নিয়মিত খেলাধুলা করে, তারা পড়াশোনাতেও ভালো করে। শিক্ষার্থীদের দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রীড়া ও সহশিক্ষা কার্যক্রম আরও জোরদার করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

উল্লেখ্য, বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের ৩৫টি দলের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান অর্জন করে ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ। এতে সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী নাইমুর রহমান এবং সেরা স্কোরার হয়েছেন ডিজাস্টার সায়েন্স এন্ড ক্লাইমেট রিজিলিয়েন্স বিভাগের শিক্ষার্থী রাকিন আজাদ।

তরুণ শিক্ষকদের জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাস্যুরেন্স সেল (আইকিউএসি)-এর উদ্যোগে কুমিল্লায় বাংলাদেশ একাডেমি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (বার্ড)-এ বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষকদের জন্য 'Foundation Certificate in University Teaching and Learning' শীর্ষক ১৪-দিনব্যাপী এক আবাসিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গত ২৪ মে ২০২৪ বার্ড-এ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। উপাচার্যের উদ্যোগ ও দিকনির্দেশনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে ১ম বারের মতো এই জাতীয় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

আইকিউএসি-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. সাবিতা রিজওয়ানা রহমানের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক

মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের সদস্য অধ্যাপক ড. গুলশান আরা লতিফা এবং বার্ড-এর মহাপরিচালক সাইফ উদ্দিন আহমেদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. এ কে আজাদ চৌধুরী এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য অধ্যাপক ড. হাসিনা খান মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী তরুণ শিক্ষকদের উৎসাহ প্রদানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান এবং বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের পরিচালকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা ও মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে আইকিউএসি প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে চলেছে। শিক্ষকতাকে একটি শিল্প হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনে শিক্ষকরা কার্যকর ভূমিকা রাখেন। শিক্ষা ও গবেষণার আধুনিক জ্ঞান এবং পাঠদান কৌশল অর্জনের মাধ্যমে নিজেদের আরও দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য উপাচার্য তরুণ শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানান। বিশেষজ্ঞ শিক্ষক ও প্রশিক্ষকদের সাথে পারস্পরিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী তরুণ শিক্ষকবৃন্দ জ্ঞানে ও পাঠদান কৌশলের ক্ষেত্রে নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করতে পারবেন বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

১৪-দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে শিক্ষকদের পেশাদারীত্ব বৃদ্ধি, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের বিকাশ, একাডেমিক প্রোগ্রাম এবং পাঠ্যক্রম, উচ্চশিক্ষায় শিক্ষাদান ও মূল্যায়ন, আইসিটিই এবং আইসিটি-ভিত্তিক নির্দেশনা, উচ্চশিক্ষায় গুণমান নিশ্চিতকরণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠদানের উদীয়মান সমস্যা, ইউজিসির নিয়ম ও নীতি, পিএইচডি ও পোস্ট-ডক্টরাল প্রোগ্রামের জন্য স্কলারশিপ ও ফেলোশিপের সুযোগ, গবেষণা প্রকল্প ও একাডেমিক কার্যক্রমের জন্য বিভিন্ন অনুদানসহ ১৪টি মডিউলের উপর আলোচনা করা হয়। প্রশিক্ষণটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউট থেকে ৫৮ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন।

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলাই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ–উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগ অনেক বেড়ে গেছে, যার ফলে মানব অস্তিত্ব ক্রমাগত হুমকির মুখে পড়ছে। তাই জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলাই পৃথিবীর জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। পৃথিবীকে বসবাসযোগ্য ও মানবঅস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে তরুণ প্রজন্মকে সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব নিতে হবে। গত ১ জুন ২০২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে দু'দিনব্যাপী 'টিআইবি-ডিইউডিএস আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা ২০২৪'-এর সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য এসব কথা বলেন।

ডিইউডিএস-এর সভাপতি অর্পিতা গোলদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ডিইউডিএস-এর চীফ মডারেটর অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন প্রধান আলোচক এবং ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ-এর নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান ও ডিইউডিএস-এর মডারেটর অধ্যাপক ড. এস এম শামীম রেজা বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ডিইউডিএস-এর সাধারণ সম্পাদক আদনান মুস্তারী অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, ধনী দেশগুলো তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পৃথিবীকে প্রতিনিয়ত দূষিত করছে। গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয় নিয়ে দেশে ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আমাদের আলোচনা, যুক্তিতর্ক ও বিতর্ক করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে স্বাস্থ্য ঝুঁকিসহ অর্থনীতি, খাদ্য নিরাপত্তা, কৃষি খাত হুমকির মুখে পড়ছে। বিতর্কের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব ও ক্ষতিপূরণ আদায়ের দাবি সমাজ ও রাষ্ট্রসহ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য উপাচার্য বিতার্কিতদের প্রতি আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটি (ডিইউডিএস) এবং ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)-এর যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত দু'দিনব্যাপী এই বিতর্ক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় রাজশাহী প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এবং রানার্স-আপ হয় ইস্টওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল সমাপনী অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। যুক্তির এ মহাদ্বৈরথে বাংলাদেশের ৩২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য ৩২টি বিতর্ক দল অংশগ্রহণ করে।

দিনব্যাপী গবেষণা মেলা অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বোস সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড্ স্টাডি ইন ন্যাচারাল সায়েন্সেস-এর উদ্যোগে দিনব্যাপী 'গবেষণা মেলা' গত ৩০ মে ২০২৪ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বিজ্ঞান এবং জীববিজ্ঞান অনুষদের কনফারেন্স রুমে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই মেলা উদ্বোধন করেন। বিশ্ববিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী সত্যেন বোস-এর জীবন, কর্ম, অবদান এবং তাঁর সমসাময়িক গবেষণাকর্মকে কেন্দ্র করে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

বোস সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক ড. রতন চন্দ্র ঘোষের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আব্দুস ছামাদ এবং সেন্টারের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক শামীমা কে চৌধুরী বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সেন্টারের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক ড. গোলাম মোহাম্মদ ভূঞা । ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মেলা আয়োজক কমিটির সদস্য-সচিব ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী সত্যেন বোসের স্মরণে এই মেলা আয়োজন করায় আয়োজকদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, সত্যেন বোস তাঁর জ্ঞান, মেধা ও গবেষণাকর্ম দিয়ে বিশ্বের খ্যাতনামা বিজ্ঞানী ও গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তিনি শুধু একজন বিজ্ঞানী ছিলেন না, লেখক ও সম্পাদক হিসেবেও তাঁর খ্যাতি রয়েছে। বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণার পাশাপাশি পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনসহ বিদ্রিশ বিরোধী আন্দোলনেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তাঁর গবেষণা কর্ম যুগে যুগে তরুণ শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে আসছে। উপাচার্য আরও বলেন, নিয়মের মধ্যে দিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে মৌলিক ও যুগোপযোগী গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়কে আরও এগিয়ে নিতে গবেষণা কেন্দ্রগুলোকে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে হবে। স্বনির্ভর ও উন্নত জাতি বিনির্মাণে গবেষণা কার্যক্রমে মনোযোগী হওয়ার জন্য শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীদের প্রতি উপাচার্য আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে এই মেলায় ৬৯টি গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন ও বিজ্ঞানী সত্যেন বোসের উপর নির্মিত ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়। এছাড়া, মেলায় অংশগ্রহণকারীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে বোস মিউজিয়াম পরিদর্শন করেন।

ক্যান্সার সচেতনতায় আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত

জাতীয় ক্যান্সার সচেতনতা প্রচারণার অংশ হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেন্টার ফর এ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন সায়েন্সেস (কারস্) এবং ক্যান্সার কেয়ার এন্ড রিসার্চ ট্রাস্ট বাংলাদেশ (সিসিআরটিবি)-এর যৌথ উদ্যোগে 'ইন্টিগ্রেটেড ম্যানেজমেন্ট এন্ড ট্রিটমেন্ট অব ক্যান্সার' শীর্ষক ৩য় আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়াম গত ২৬ মে

২০২৪ কারস্ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার প্রধান অতিথি হিসেবে এই সিম্পোজিয়াম উদ্বোধন করেন।

সিসিআরটিবি-এর ট্রাস্টি অধ্যাপক ড. মো. ইকবাল রউফ মামুনের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটি'র সভাপতি অধ্যাপক গোলাম মহিউদ্দিন ফারুক এবং অনকোলজি ক্লাবের সভাপতি অধ্যাপক এম এ হাই বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক স্যার ওয়ালটার বোডমার মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। সিসিআরটিবি-এর সভাপতি ড. মুস্তাক ইব্‌নে আয়ূব স্বাগত বক্তব্য দেন এবং সহ-সভাপতি ড. এস এম মাহবুবুর রশিদ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণকারী দেশ-বিদেশের গবেষকদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বিশ্বে ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মরণব্যাধি এই রোগের চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়বহুল হওয়ায় তা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। এজন্য ক্যান্সার বিষয়ে জনসচেতনতা কার্যক্রম আরও বৃদ্ধি করতে হবে। ক্যান্সারের উপর আরও বেশি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করার উপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, এ বিষয়ে চিকিৎসক, গবেষকসহ সংশ্লিষ্টদের সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।

সিম্পোজিয়ামে দেশ-বিদেশের গবেষকগণ প্রবন্ধ উপস্থাপন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছারের নেতৃত্বে আসামের বাংলা ভাষা শহিদ দিবস উদ্‌যাপন কমিটি ও ভাষা আন্দোলন স্মৃতিরক্ষা পরিষদের নেতৃবৃন্দ গত ১৯ মে ২০২৪ কেন্দ্রিয় শহিদ মিনারে পুস্পস্তবক অর্পণ করে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান। উল্লেখ্য, প্রতি বছর ১৯ মে আসামের বাংলা ভাষা শহিদদের স্মরণে শহিদ দিবস উদ্‌যাপিত হয়।

উপাচার্যের সাথে জাপান-কোরিয়া ফাউন্ডেশন প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ

মিতসুবিশি কর্পোরেশনের গ্লোবাল প্ল্যানিং অ্যান্ড কোঅর্ডিনেশন বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা মি. লি মিউং-হো-এর নেতৃত্বে জাপান-কোরিয়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল টেকনোলজি কো-অপারেশন ফাউন্ডেশনের ৪-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ৩০ মে ২০২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা হলেন কিম ইউজুং, উচিদা তোশিয়াকি এবং সুডো শুন।

এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জনসংযোগ দফতরের পরিচালক মাহমুদ আলম উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাপান-কোরিয়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল টেকনোলজি কো-অপারেশন ফাউন্ডেশনের মধ্যে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদানসহ যৌথ সহযোগিতামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, আমাদের বিপুল সংখ্যক যুবসম্পদ রয়েছে কিন্তু বিশ্ববাজারে দক্ষ মানবসম্পদের অভাব লক্ষণীয়। তিনি বলেন, যুবসম্পদকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করতে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। এ বিষয়ে জাপান-কোরিয়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল টেকনোলজি কো-অপারেশন ফাউন্ডেশনের সহযোগিতা প্রদান করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ন্যাশনাল মডেল ইউএন কনফারেন্স

ঢাকা ইউনিভার্সিটি মডেল ইউনাইটেড নেশন্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে 'সংঘাতের ঊর্ধ্বে স্থায়িত্ব : ন্যায্য শান্তি প্রতিষ্ঠায় সম্মিলিত উদ্যোগ' শীর্ষক ৪দিনব্যাপী ন্যাশনাল মডেল ইউএন কনফারেন্স গত ৩০ মে ২০২৪ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে উদ্বোধন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই কনফারেন্স উদ্বোধন করেন।

ঢাকা ইউনিভার্সিটি ন্যাশনাল মডেল ইউনাইটেড নেশন্স-এর মহাসচিব এস এম নাহিয়ান ইসলামের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঢাকা ইউনিভার্সিটি মডেল ইউনাইটেড নেশন্স অ্যাসোসিয়েশনের মডারেটর অধ্যাপক ড. দেলোয়ার হোসেন, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড. ডেভিড ডোলান্ড এবং অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক প্রেসিডেন্ট এম জে সোহেল বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল উদ্ভাবনী চিন্তা ও জ্ঞানের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিনির্মাণ এবং বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য তরুণ সমাজের প্রতি আহ্বান জানান। কর্মকৌশল নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য বৈজ্ঞানিক তথ্য বিশ্লেষণের উপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে তারুণ্যের শক্তিকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হবে।

উল্লেখ্য, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রায় ৫শ' শিক্ষার্থী এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

উপাচার্যের সঙ্গে জাপানের প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ

জাপানের নাগাসাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তোয়ামা তাকাশি'র নেতৃত্বে ৩-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ১১ জুন ২০২৪ উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে ঢাবি প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ উপস্থিত ছিলেন। জাপানের প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা হলেন-- নাগাসাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট এক্সচেঞ্জ সাপোর্ট ডিভিশনের পরিচালক মি. তাকেশি সুয়েতসুগু এবং জাইকার আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সমন্বয়কারী মিজ. হরি মিযুকি।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাপানের নাগাসাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং, ফিশারিজ, জনস্বাস্থ্য, শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়নসহ অন্যান্য বিষয়ে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণের সম্ভাব্যতা নিয়ে মতবিনিময় করেন। এছাড়া, উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে স্বল্প-মেয়াদে শিক্ষক, ছাত্র ও গবেষক বিনিময় নিয়েও তাঁরা ফলপ্রসূ আলোচনা করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও শিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কে জাপানের প্রতিনিধিদলকে অবহিত করেন। তিনি বলেন, জাপানের শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা সংক্রান্ত অনেক সমঝোতা স্মারক রয়েছে। উপাচার্য জাপানের নাগাসাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথেও ছাত্র-শিক্ষক ও গবেষক বিনিময়সহ বিভিন্ন যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর সাথে শিক্ষা, গবেষণাসহ ছাত্র-শিক্ষক ও গবেষক বিনিময়ের ব্যাপারে গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য জাপানি অধ্যাপক তোয়ামা তাকাশিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

অধ্যাপক ড. ডালেম চন্দ্র বর্মণ-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. ডালেম চন্দ্র বর্মণ-এর মৃত্যুতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ৫ জুন ২০২৪ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, অধ্যাপক ড. ডালেম চন্দ্র বর্মণ ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রথিতযশা শিক্ষক, গবেষক এবং শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। অসাম্প্রদায়িক, উদার ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন এই গুণী শিক্ষক বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সবসময় ধারণ করতেন। তিনি ছিলেন একজন সজ্জন, নম্র ও বিনয়ী মানুষ। জনপ্রিয় এই শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ এবং শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগে দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করেছেন। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জার্নালে তাঁর অসংখ্য গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া, তিনি আশা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অত্যন্ত দক্ষতা ও সততার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। দেশে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিশেষ করে শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন শিক্ষার প্রসার ও গবেষণায় এবং সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় অসামান্য অবদানের জন্য এই খ্যাতিমান শিক্ষক স্মরণীয় হয়ে থাকবেন বলে উপাচার্য উল্লেখ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল প্রয়াত অধ্যাপক ড. ডালেম চন্দ্র বর্মণ-এর আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক ড. ডালেম চন্দ্র বর্মণ গত ৫ জুন ২০২৪ রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

ঢাবি এবং যুঝি নরমাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনের যুঝি নরমাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে গত ২৯ মে ২০২৪ এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ঢাবি উপাচার্য অফিস সংলগ্ন লাউঞ্জে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল এবং যুঝি নরমাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ডুয়ান হংয়ুন নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, ঢাবি বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আব্দুস সামাদ এবং কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুল বাছির উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, অনুষ্ঠানে যুঝি নরমাল বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত ও বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক লি ঝুহং, স্কুল অফ ইন্টারন্যাশনাল কালচার অ্যান্ড স্টাডি-এর ডিন অধ্যাপক ইয়াং চুন, একাডেমিক অ্যাফেয়ার্স অফিসের ডেপুটি ডিরেক্টর অধ্যাপক তাং জিনলি, টিচার্স এডুকেশন অনুষদের ডেপুটি ডিন অধ্যাপক ঝিন সুমেই এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. ইয়ং হুই উপস্থিত ছিলেন।

এই সমঝোতা স্মারকের আওতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং যুঝি নরমাল বিশ্ববিদ্যালয় যৌথভাবে শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এছাড়াও, দুটি বিশ্ববিদ্যালয় যৌথভাবে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, সম্মেলন, কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করবে। উভয় পক্ষ এই সমঝোতা স্মারকের অধীনে শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং গবেষক বিনিময়ের পাশাপাশি তথ্য ও গবেষণা সামগ্রী বিনিময় করবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর সাথে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করায় যুঝি নরমাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ডুয়ান হংয়ুনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। উপাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও শিক্ষা কার্যক্রমসহ বিভিন্ন বিষয় যুঝি নরমাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্টকে অবহিত করেন। তিনি বলেন, এই সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যে সম্পর্ক আজ শুরু হলো, তা ভবিষতে আরও জোরদার হবে। এর ফলে বাংলাদেশ এবং চীনের মধ্যে বিরাজমান দ্বি-পাক্ষিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে বলে উপাচার্য আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অধ্যাপক শাহীন আহমেদ ও কাজী আনোয়ার আহমেদ ট্রাস্ট ফান্ড গঠন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ৩০ মে ২০২৪ 'অধ্যাপক শাহীন আহমেদ ও কাজী আনোয়ার আহমেদ ট্রাস্ট ফান্ড' শীর্ষক একটি নতুন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা হয়েছে। এই ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক শাহীন আহমেদ ও তাঁর স্বামী কাজী আনোয়ার আহমেদ ২০ লাখ টাকার একটি চেক বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদের কাছে হস্তান্তর করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য দফতরে আয়োজিত এই চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন অধ্যাপক রাশেদা ইরশাদ নাসির, রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার এবং জনসংযোগ দফতরের পরিচালক মাহমুদ আলমসহ দাতা পরিবারের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

আন্তর্জাতিক চা দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট (আইএমএল), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউট, ঢাকাস্থ চীনা দূতাবাস এবং চীনা ইন্টারন্যাশনাল কালচার অ্যাসোসিয়েশন যৌথভাবে গত ২১ মে ২০২৪ আইএমএল-এ 'টি ফর হারমনি ইয়াজি কালচারাল সেলুন ২০২৪' শীর্ষক এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার প্রধান অতিথি এবং চীনা দূতাবাসের কালচারাল কাউন্সেলর মি. লি শাওপেং বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। এসময় আইএমএল-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. সাইদুর রহমান এবং কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. ইয়ং হুইসহ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কবি সুফিয়া কামাল হলে ১ শিক্ষার্থীর স্বর্ণপদক ও ৬৩ শিক্ষার্থীর বৃত্তি লাভ

পড়াশোনার পাশাপাশি সংস্কৃতি ও ক্রীড়াসহ হলের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সফলতা অর্জন করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কবি সুফিয়া কামাল হলের ১ জন শিক্ষার্থী 'হল ট্রাস্ট ফান্ড স্বর্ণপদক-২০২১' এবং বিভিন্ন শিক্ষাবর্ষের ৬৩ জন শিক্ষার্থী ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি লাভ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গত ২৩ মে ২০২৪ হল মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে স্বর্ণপদক, বৃত্তির অর্থ ও সনদ তুলে দেন। স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী হলেন প্রাণিবিদ্যা বিভাগের ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষের ফারলিনা আফরিন শান্তা।

হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. গাউসিয়া ওয়াহিদুন্নেসা চৌধুরী-এর সভাপতিত্বে বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ ও ট্রাস্ট ফান্ডের সভাপতি অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন সহকারী আবাসিক শিক্ষক শাহরিমা তানজিম অর্নি এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক শেখ জিনাত শারমিন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল স্বর্ণপদক ও বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যক্রমসহ রাষ্ট্রের সকল স্তরে নারীদের অংশগ্রহণ ও সফলতা চোখে পড়ার মতো। বিশ্বনেতৃত্বের রোল মডেল বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিভিন্ন সাহসী পদক্ষেপের কারণে দেশে আজ নারীর ক্ষমতায়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন উদ্যোগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের কারণে নারীরা সমাজের কুপমণ্ডুকতা থেকে বেরিয়ে এসেছে এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখছে। এসব কারণে বিশ্বের অনেক দেশ থেকে আমাদের দেশের নারীরা এগিয়ে আছে। দেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় অর্ধেক উল্লেখ করে তিনি বলেন, শ্রেণিকক্ষ ও গবেষণাগারের পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন পেশায় আমাদের এসব শিক্ষার্থী ভালো করছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্নের উন্নত, সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখতে নিজেদেরকে দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য উপাচার্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে হলের বার্ষিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ২৪জন শিক্ষার্থীকে পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পরিবেশিত হয় শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ।

'বাজেট ২০২৪-২৫ : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি' শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেন্টার অন বাজেট এন্ড পলিসি'র উদ্যোগে 'বাজেট ২০২৪-২৫ : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি' শীর্ষক এক আলোচনা সভা গত ১১ জুন ২০২৪ অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি এবং সাবেক পরিকল্পনামন্ত্রী এম.এ. মান্নান, এমপি সম্মাননীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ ও সেন্টার অন বাজেট এন্ড পলিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন অধ্যাপক রাশেদা ইরশাদ নাসির, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য এম. এম. ফজলুল হক, রিসার্চ এন্ড পলিসি ইন্টিগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্টের চেয়ারম্যান ড. এম এ রাজ্জাক এবং উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. তৈয়েবুর রহমান বক্তব্য রাখেন। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সেন্টার অন বাজেট এন্ড পলিসি-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. এম. আবু ইউসুফ। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ-এর অধ্যাপক ড. মেলিতা মেহজাবিন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল জাতীয় বাজেটে বরাদ্দের ক্ষেত্রে বিশ্বে চলমান সংকট মোকাবেলার চ্যালেঞ্জসমূহ বিবেচনায় নেয়ার উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষা, গবেষণা ও উদ্ভাবনের বিকল্প নেই। এজন্য শিক্ষা খাতে বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্ভাবন ও গবেষণা ফান্ড বাড়াতে হবে। আন্তর্জাতিক বাজারে কর্মসংস্থান তৈরির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে তরুণ প্রজন্মকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে তৈরি করতে হবে। নতুন নতুন গবেষণা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নকে আরও এগিয়ে নিতে জাতীয় বাজেটে শিক্ষা ও গবেষণা খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের যথাযথ ব্যবহার ও অপচয় রোধ করার জন্য উপাচার্য শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

সাবেক পরিকল্পনামন্ত্রী এম.এ. মান্নান জাতীয় বাজেটে প্রতিটি খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের অপচয় রোধ এবং যথাযথ ব্যবহারের উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রশংসনীয় নেতৃত্বে বাংলাদেশ দারিদ্র বিমোচনে অসামান্য সফলতা অর্জন করেছে। দেশের উন্নয়নের এই ধারা আরও এগিয়ে নিতে তরুণ প্রজন্মকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে। তিনি আরও বলেন, দেশের সকল শ্রেণির জনগোষ্ঠীর জন্য সহায়ক এবং সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বাজেটে বরাদ্দের ক্ষেত্রে সুপারিশ ও পরামর্শ প্রদানের জন্য সুশীল সমাজ, শিক্ষক, গবেষক ও নীতিনির্ধারকদের সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।

মূল প্রবন্ধে অধ্যাপক ড. মো. আবু ইউসুফ বলেন, উচ্চশিক্ষা খাতে জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, স্মার্ট ক্লাসরুম ও ল্যাব স্থাপন, আধুনিক লাইব্রেরি স্থাপন, উন্নত আবাসন ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত বেতন ভাতা, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও সমসাময়িক বিষয়ে মানসম্পন্ন গবেষণা এবং গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য বাজেট বরাদ্দ ও সঠিক পরিকল্পনা উভয়ই প্রয়োজন। টেকসই উন্নয়ন অর্জনের জন্য বাংলাদেশ যে রুপরেখা প্রণয়ন করেছে তা বাস্তবায়নে এবং যে সকল লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছিল সেসব অর্জনের ক্ষেত্রে ২০২৪-২৫ অর্থবছর কৌশলগতভাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বছর বলে তিনি উল্লেখ করেন।

উপাচার্য যুক্তরাজ্য সফর শেষে দেশে ফিরেছেন

(১ম পৃষ্ঠার পর) ও গবেষণা কার্যক্রম আরও জোরদার করার ব্যাপারে তিনি ইউসিএল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল এই সফরে কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নেট জিরো ইনোভেশন ইনস্টিটিউট' পরিদর্শন করেন এবং শিক্ষা ও গবেষণাসহ পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। এছাড়া, উপাচার্য বার্মিংহাম সিটি ইউনিভার্সিটি (বিসিইউ) পরিদর্শন করেন এবং এর ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. ডেভিড এমবিএ'র সঙ্গে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে ফলপ্রসূ মতবিনিময় করেন। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিসিইউ-এর মধ্যে এ সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারকে উপাচার্য স্বাক্ষর করেন।

যুক্তরাজ্য সফরকালে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল কার্ডিফ মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ওয়েলস্, সোয়ানসি ইউনিভার্সিটি, এস্টন ইউনিভার্সিটিসহ বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে শিক্ষা ও গবেষণা বিষয়ক পারস্পরিক যৌথ সহযোগিতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন।

উল্লেখ্য, উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গত ১৩ মে ২০২৪ সোমবার যুক্তরাজ্য গমণ করেন।

সুলতান আহমেদ স্মৃতি সম্মেলন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের উদ্যোগে 'সুলতান আহমেদ মেমোরিয়াল কনফারেন্স-২০২৪' গত ৩ মে ২০২৪ বিভাগের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন।

পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. আমিনুল ইসলাম তালুকদারের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আব্দুস ছামাদ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিভাগীয় অধ্যাপক ড. সাবিনা হোসেন এবং বুয়েটের অধ্যাপক ড. এ কে এম আখতার হোসেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল সুলতান আহমেদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, তিনি ছিলেন পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের একজন খ্যাতিমান শিক্ষক ও গবেষক। পদার্থবিজ্ঞান শিক্ষা প্রসারে ও গবেষণায় এই জনপ্রিয় ও মেধাবী শিক্ষকের অপরিসীম অবদান রয়েছে। এই সম্মেলন তরুণ শিক্ষার্থী ও গবেষকদের অধিকতর মৌলিক গবেষণায় উৎসাহী হবে বলে উপাচার্য আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

দিনব্যাপী এই সম্মেলনে দেশ-বিদেশের অনেক পদার্থবিজ্ঞানী, গবেষক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন।

রোকেয়া হলে চীনা শিক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা জ্ঞাপন

ল্যাঙ্গুয়েজ এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের আওতায় আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে পড়তে আসা চীনের গুয়াংডং ইউনিভার্সিটি অফ ফরেন স্টাডিজ-এর ৬জন নারী শিক্ষার্থীকে গত ১২ জুন ২০২৪ সন্ধ্যায় রোকেয়া হল মিলনায়তনে বিদায় সংবর্ধনা দেয়া হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. নীলুফার পারভীন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে সফলভাবে অধ্যয়ন শেষ করায় চীনা শিক্ষার্থীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের সফলতা কামনা করে তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চলমান এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের আওতায় দু'দেশের (৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)

৮ শিক্ষার্থীর এ কিউ এম মহিউদ্দিন বৃত্তি লাভ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের বিভিন্ন শিক্ষা বর্ষের বি.এস. (সম্মান) পরীক্ষায় অসাধারণ ফলাফলের জন্য ৮ মেধাবী শিক্ষার্থীকে 'এ কিউ এম মহিউদ্দিন মেমোরিয়াল বৃত্তি' প্রদান করা হয়েছে । গত ২৬ মে ২০২৪ উপাচার্য অফিস সংলগ্ন লাউঞ্জে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মাঝে বৃত্তির চেক বিতরণ করেন। বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন- মনোজিৎ সাহা, মালিহা হক, মো. মিনহাজুল ইসলাম, মুনিরা নুসরাত, খাদিজা আহসান, মো. শুভ তামিম, রিহানা পারভীন নিপা এবং আবির মাহমুদ।

অনুষ্ঠানে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. নজরুল ইসলাম, রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার এবং এ কিউ এম মহিউদ্দিন মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ফান্ডের দাতা অধ্যাপক ড. নাজনীন আফরোজ হক উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল ট্রাস্ট ফান্ডের দাতাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, প্রয়াত এ কিউ এম মহিউদ্দিন ছিলেন শিক্ষা জীবনের সকল পর্যায়ে একজন অসাধারণ মেধাবী ছাত্র এবং পরবর্তীতে দক্ষ ও জনপ্রিয় আমলা। তাঁর জীবন ও কর্ম শিক্ষার্থীদের কাছে অনুকরণীয়। উপাচার্য আরও বলেন, বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়, পাশাপাশি এই বার্তাটিও দেয়া হয় যে, শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া সংক্রান্ত সকল সংকটে বিশ্ববিদ্যালয় তাদের পাশে রয়েছে। উপাচার্য বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের কর্ম জীবনে সফলতা কামনা করেন এবং ভবিষ্যতে সক্ষমতা অনুযায়ী একজন অ্যালামনাই হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অর্থিক সহযোগিতায় এগিয়ে আসার জন্য তাদের প্রতি আহ্বান জানান।

ঢাবি এবং আইসিএবি'র মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

দেশে সিএ শিক্ষা ও গবেষণার প্রসার এবং এবিষয়ে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যাংকিং এন্ড ইন্স্যুরেন্স বিভাগ এবং দ্য ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএবি)-এর মধ্যে গত ১৯ মে ২০২৪ একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ এবং আইসিএবি'র প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ ফোরকান উদ্দিন এফসিএ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যাংকিং এন্ড ইন্স্যুরেন্স বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. হাসিনা শেখ, আইসিএবি'র সিইও শুভাশিস বোস এফসিএ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট এমবিএম লুৎফুল হাদী এফসিএ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট মারিয়া হাওলাদার এফসিএ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যাংকিং এন্ড ইন্স্যুরেন্স বিভাগের বিবিএ প্রোগ্রামের পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. শহিদুল ইসলাম অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

এই সমঝোতা স্মারকের আওতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যাংকিং এন্ড ইন্স্যুরেন্স বিভাগের শিক্ষার্থীরা বিবিএ পড়াকালেই ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস-এ ভর্তির সুযোগ পাবে। সিএ পড়ার ক্ষেত্রে ব্যাংকিং এন্ড ইন্স্যুরেন্স বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য ৩টি কোর্স মওকুফ করা হবে।

৬ শিক্ষার্থীর আমিনুর রহমান খান ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি লাভ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন শিক্ষাবর্ষে অধ্যয়নরত ৬টি বিভাগের ৬জন মেধাবী ও আর্থিকভাবে অসচ্ছল শিক্ষার্থীকে 'আমিনুর রহমান খান স্মারক ট্রাস্ট ফান্ড' বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গত ৩০ মে ২০২৪ উপাচার্য কার্যালয় সংলগ্ন লাউঞ্জে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক ও সনদ তুলে দেন।

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুল বাছির, রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার, জনসংযোগ দফতরের পরিচালক মাহমুদ আলম, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, দাতা পরিবারের সদস্য অধ্যাপক শাহীন আহমেদ, আমিনুর রেজা খান এবং কাজী আনোয়ার আহমেদ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বৃত্তিপ্রাপ্তদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এই বৃত্তি শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় মনোযোগী, উৎসাহ ও উদ্দীপনা জোগাবে এবং জীবন সংগ্রামে জয়ী হয়ে কর্ম জীবনে মানুষ, সমাজ ও দেশের কল্যাণে কাজ করার জন্য অনুপ্রেরণা দেবে। সমাজে মনের দিক থেকে বিত্তবান ব্যক্তিবর্গ ও অ্যালামনাইরা এই জাতীয় ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের মাধ্যমে বৃত্তি প্রদান করে শিক্ষার্থীদের মেধা ও মননের বিকাশে এগিয়ে আসবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

বৃত্তি প্রাপ্তরা হলেন, হুসাইন আহমেদ (ইতিহাস বিভাগ), নুরেজান্নাত আফরিস (সংগীত বিভাগ), মো. আব্দুল আলিম (রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ), ছাব্বির হোসেন (মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগ), মো. শাহ্ জামাল হোসেন (জিন প্রকৌশল ও জীবপ্রযুক্তি বিভাগ) এবং শেখ নাফিস হায়দার (নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ)।

সম্পাদক: মাহমুদ আলম, পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, প্রতিবেদক: তাওহিদা খানম তাসমিন, শুভাশীষ রঞ্জন সরকার ও রায়হানুল ইসলাম আবির, সম্পাদনা সহকারী: নুরুন্নাহার বেগম
ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার, মোঃ জাকির হোসেন ও শারমিন আক্তার। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে মুদ্রিত। ফোন: ৫৫১৬৭৭১৯, ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০০, ০১৭৫৮৪৯২৪১৫